দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

০৩

শিক্ষাঙ্গনে

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে

অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। '৯২ সালের দাখিল পরীক্ষাও সমাগত প্রায়। কিন্তু অদ্যাবধি পরীক্ষকের পারিশ্রমিকের চেক পাওয়া যায়নি। উত্তরপত্র ঢাকা থেকে আনয়ন ও প্রেরণ দু'টোই পকেটের নগদ নারায়ণ দিয়েই করতে হয়েছে। ঢাকায় যাতায়াত করতে একজন পরীক্ষকের প্রায় ৪/৫ শ' টাকা খরচ হয় অথচ বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাত্র দু'শ' টাকা দিয়েই তাদের দায়িত্ব খালাস করেন। সরকারী টাকা খরচ করে এত কর্মচারী পোষা হচ্ছে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর জন্যে?

মাদ্রাসায় পড়ানো হয়—"ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে হবে।" যুগ যুগ ধরে মাদ্রাসা বোর্ড হাদীস ও কোরআনের মর্মবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে চলেছেন?

তাদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে পরীক্ষকদেরে দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। হাজার কয়েক চেক সই ও প্রেরণ করতে এক এক বছর সময় লাগে? আমরা পরীক্ষকের পারিশ্রমিক প্রদানের এ আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার অবসান চাই।

—আহসান উল্লাহ মজুমদার,